উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তে আহত শতাধিক শিশু, পরিচয় মেলেনি ৭ জন নিহতের



সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২০ জন। আহত হয়েছেন ১৭১ জন, যাদের মধ্যে শতাধিক শিশু রয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৭ জনের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং সংক্রমণের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

সোমবার (২১ জুলাই) দুপুর ১টা ১৮ মিনিটে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি F-7 BGI মডেলের প্রশিক্ষণ বিমান বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশেই বিকট শব্দে বিধ্বস্ত হয়। মুহূর্তেই আগুন ধরে যায় বিমানটিতে এবং তা পাশের ভবন ও লোকজনের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট, সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা যৌথভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধার অভিযান শেষ ঘোষণা করা হয়

রাতের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ডা. সায়েদুর রহমান জানান, দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত ও ১৬৪ জন আহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই স্কুলশিক্ষার্থী। পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তৌকির ইসলাম সাগরের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ায় মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ জনে।

আহতদের মধ্যে ৮৮ জন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ৪৪ জন ভর্তি রয়েছেন, যাদের মধ্যে ২৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। সংক্রমণ এড়াতে হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় ভিড় না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ দুর্ঘটনায় সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে একাধিক সংস্থা যৌথ তদন্তে নেমেছে। কীভাবে একটি যুদ্ধবিমানের মতো ভারী ও উচ্চগতির প্রশিক্ষণ বিমান জনবহুল এলাকায় বিধ্বস্ত হলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমানটির কারিগরি ত্রুটি, প্রশিক্ষণজনিত কোনো গাফিলতি, নাকি অন্য কোনো কারণ এর পেছনে রয়েছে—সে বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে বলে জানানো হয়েছে।